গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

নং-৩৪.০০.০০০০.০৪৩.১৬.০৮৮.১৬-১৬৪

তারিখ ঃ ০৫-০১-১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৮-০৪-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০০.০০০০.০৭৮.৩৬.০০২.১০(অংশ-৩)-১৯৪(৭)তারিখঃ১০.০৮.১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের মার্চ/২০১৭ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ ০৪(চার) পাতা।

(মোঃ আলী হায়দার)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৪৪২৯

সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ পরিচালক -১১।

নং- ৩৪.০০.০০০০.০৪৩.১৬.০৮৮.১৬-১৬৪

তারিখঃ ১৮-০৪-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপিঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সহকারী প্রোগ্রামার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
(ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

১৮/৪/১৭
(মোঃ আলী হায়দার)
সহকারী সচিব

pm nikosh

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের মার্চ /২০১৭ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
০১।	নেত্রকোনা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোনা ১৬/০২/২০১০ খ্রিঃ	অফিস কাম-একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, সীমানা দেয়াল, কাউশেড, পোল্ট্রিশেড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বিদ্যুৎ, ভূমি উন্নয়ন কাজ, মাষ্টার ড্রেন, বাগান ও পুকুরঘাট নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের বাসস্থান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই হস্তান্তর করা হবে। কর্মচারিদের বাসস্থান ৮৫% সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পে ফার্ণিচার, কম্পিউটার এবং হোস্টেল ভবনের জন্য কুকারিজ দ্রব্য ক্রয় সমাপ্ত হয়েছে। নেত্রকোনায় প্রকল্পের কাজের গড় অগ্রগতি ৯৬%। প্রকল্পে ১১টি কেন্দ্রে সর্বমোট ২১১টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সংস্থান রয়েছে। তন্মোধ্য নেত্রকোনা প্রশিকক্ষণ কেন্দ্রে মোট ২১টি জনবলের পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জনবল সৃজনের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
০২।	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী ১২/১০/২০১১ খ্রিঃ	ছাত্রীনিবাস, কর্মচারীদের বাসস্থান ও সীমানা দেয়াল হস্তান্তর গ্রহণ করা হয়েছে। অফিস কাম-একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, ভূমি উন্নয়ন, ডাক কাম পোল্ট্রিশেড, কাউ শেড, মাষ্টার ড্রেন, বাগান ও পুকুরঘাট নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে, শীঘ্রই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হবে। অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বৈদ্যুতিকরণ কাজ সমাপ্তির পথে যা অচিরেই হস্তান্তরিত হবে। কর্মকর্তাদের বাসস্থান নির্মাণ কাজ ৮৫% সমাপ্ত হয়েছে। কর্মচারীদের বাসস্থান সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পে ফার্ণিচার, কম্পিউটার এবং হোস্টেল ভবনের জন্য কুকারিজ দ্রব্য ক্রয় সমাপ্ত হয়েছে। নীলফামারী কেন্দ্রে কাজের গড় অগ্রগতি ৯৫%। প্রকল্পে ১১টি কেন্দ্রে সর্বমোট ২১১টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে নীলফামারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ২১টি জনবলের পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জনবল সৃজনের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
০৩।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা।	রংপুর ০৮/০১/২০১১ খ্রিঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম ব্যতীত ৭টি জেলার (রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) ৮টি উপজেলায় (যথাক্রমে পীরগঞ্জ ও কাউনিয়া, হাতিবান্ধা, ফুলছড়ি, ডিমলা, খানসামা, হরিপুর এবং পঞ্চগড় সদর) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন (২য় পর্বে) সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ২০০৯-২০১০ সালে কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় ন্যাশনাশ সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলাকে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির (৪র্থ পর্বে) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ৫ম, ৬ষ্ঠ, ও ৭ম পর্বে রংপুর বিভাগের ২টি জেলার ১০টি উপজেলাকে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বিবিএস কর্তৃক প্রণীত উপজেলাভিত্তিক 'Poverty Map' অনুসারে ন্যাশনাল সর্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় রংপুর বিভাগের সকল জেলার সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

চলমান পাতা/০২

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
০৪।	নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ	নেত্রকোনা জেলা ১৬-০২-২০১০ খ্রিঃ	''নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি গত ১০-০২-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অক্টোবর/২০১৪ থেকে জুন/২০১৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের নেত্রকোনা অংশের স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৯২%। প্যাভিলিয়ন বিল্ডিংয়ের দুই তলার স্ট্রাকচার নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। গ্যালারীর ও ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া সাইড ডেভেলপমেন্ট এবং প্লাস্টারিং এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির মাঠ উন্নয়ন (ঘাস লাগানো), মূল ফটক এবং রং করণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইত্যেমধ্যে প্রকল্পটিতে সংশোধিত ডিপিপিতে কিছু নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি গত ২৩-০২-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি এর আলোকে নতুন মিডিয়া সেন্টার এবং প্যাভিলিয়ন ভবনের ৩য় তলা সম্পসারণের কাজ দ্রুত শুরু করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯২%
০৫।	গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টঙ্গীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম ২৫-১২-২০০৮ খ্রিঃ	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/ ২০১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে।	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৬।	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারঁগাও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গা খেলাধুলার উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ ১৪-০২-২০১০ খ্রিঃ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১; সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান
০৭।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা খুলনা ২৩-০৭-২০১০ খ্রিঃ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬(ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১; সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান
০৮।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ ০৭-১১-২০১০ খ্রিঃ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১; সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান

চলমান পাতা/০৩

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
০৯।	মীরেরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা।	মীরেরসরাই, চট্রগ্রাম ২৯-১২-২০১০ খ্রিঃ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬(ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্রগ্রাম জেলার মীরেরসরাই উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১; সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান
১০।	লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুন্সীগঞ্জ ০৯-০২-২০১১ খ্রিঃ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬(ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১; সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান
১১।	রংপুরে বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০১১ খ্রিঃ	রংপুর বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য গত ০৮-১১-২০১৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের তথ্য পাওয়া গেলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর নির্মাণ ''নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কাজের একটি অংশ। প্রকল্প এলাকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় নতুন জমি নির্বাচন করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি গত ২৩-০২-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি এর আলোকে মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের দরপত্র আহবন করা হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
১২।	নীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নীলফামারী ১২-১০-২০১১ খ্রিঃ	''নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ '' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি গত ১০-০২-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অক্টোবর/২০১৪ থেকে জুন/২০১৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় প্যাভিলিয়ন ভবন এবং গ্যালারীর কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। প্যাভিলিয়ন ভবনের ফিনিসিং এর কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রায় ৯৩% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্ধিত কাজের অনুমোদনের জন্য প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি গত ২৩-০২-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি এর আলোকে প্যাভিলিয়ন ভবনের ৩য় তলা সম্পসারণের কাজ দ্রুত শুরু করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।	প্রকল্পের প্রায় ৯৩% বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে

চলমান পাতা/০৪

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ ১৮-০১-২০১২ খ্রিঃ	প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য প্রণীত পিডিপিপি'র উপর গত ২০-০৩-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পিডিপিপি'র পুনর্গঠনপূর্বক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। ০৯-০৫-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২২-০৯-২০১৬ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বৈদেশিক সহায়তা কমিটির ৩৭তম সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে । ফিজিবিলিটি স্টাডি এর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। । প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি যাচাই-বাছাই এর জন্য ২৩-০৩-২০১৭ তারিখে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত প্রস্তাব সংস্থায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
১৪।	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।	১২-১১-২০১৫ খ্রিঃ	০৪-০৭-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ১৩১টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে বগুড়া জেলার অবশিষ্ট উপজেলাসমূহে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে।	
১৫।	প্রত্যেক উপজেলায় ১২ মাসব্যাপী খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি স্টেডিয়াম তৈরী করতে হবে।	১৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ	দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা গত ০৭-০৪-২০১৫ তারিখে একনেক সভায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয়। সে বিষয়টি জানিয়ে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। যে সকল উপজেলা থেকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে, সে সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে **"উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)"** শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে টেন্ডার আহবান করা হয়। প্রস্তাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।	
১৬।	চট্রগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে স্টেডিয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩ খ্রিঃ	০৪-৭-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায় (১৩১)টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চট্রগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলা হতে প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। প্রস্তাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।	